রায়গঞ্জে এমপি ভিপি আব্দুল হকের গাড়িতে হামলার দায় অস্বীকার জামায়াতের, সুষ্ঠু তদন্তের দাবি

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 16 August 2026, 10:06 PM | বিভাগ: সারাদেশে

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে সংসদ সদস্য ভিপি আব্দুল হককে ঘিরে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রায়গঞ্জ উপজেলা শাখা। একই সঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে দলটি।

রোববার (১৬ আগস্ট) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত নেতারা এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উসকানিমূলক বক্তব্য ও কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ তোলার প্রতিবাদ জানান তারা।

জামায়াত নেতারা বলেন, রায়গঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপনের দাবিকে কেন্দ্র করে

সম্প্রতি স্থানীয়ভাবে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় সংসদ সদস্য ভিপি আব্দুল হকের গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার ঘটনা ঘটে।

তাদের দাবি, টিটিসি স্থাপনের দাবির সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত থাকলেও এ ঘটনার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কোনো সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা নেই।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত নেতারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে ফয়সাল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি জামায়াত ও ছাত্রশিবিরকে হামলার জন্য দায়ী করছেন। তবে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তারা।

জামায়াত নেতাদের দাবি, গাড়িতে হামলার ঘটনাটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি বা রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে ঘটেনি। বরং রায়গঞ্জে টিটিসি স্থাপনের দাবিকে ঘিরে স্থানীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

এ অবস্থায় টিটিসি স্থাপনের জন্য সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থান নির্ধারণী কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

একই সঙ্গে গাড়িতে হামলার ঘটনা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক বক্তব্য বন্ধের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন রায়গঞ্জ উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ডি. এস এম মনসুর আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের অফিস সম্পাদক জাকারিয়া হোসেন, বায়তুল মাল সম্পাদক নজররুল ইসলাম, কর্মপরিষদ সদস্য খোরশেদ আলম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ডি. কামরুল ইসলাম, যুব বিভাগের সভাপতি সুমন আহমেদ, পৌর আমীর আলহাজ্ব হোসেন আলী, রায়গঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র মোশাররফ হোসেন আকন্দ, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাসুদ রানাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।